মডেল টেস্ট-১

বাংলা

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান– ১০০

[দক্ষিন পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো:

'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে।' কবির এ কথার অর্থ— আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষ বাংলায় কথা বলে। আমরা বাঙালি। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চজ্ঞা ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ, একই মানুষ অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। সবাই মিলেমিশে আছে যুগ যুগ ধরে। এরকম খুব কম দেশেই আছে। আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বাঙালি আছে।

১ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখো: ১ × ৫ = ৫

i. অনুচ্ছেদটিতে বাংলাদেশের কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে?

ক. জাতিগত বৈচিত্র্য খ. পেশাগত বৈচিত্র্য
গ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘ. উৎসবের বৈচিত্র্য

ii. 'সার্থক জনম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. ধন্য জীবন খ. মহৎ জীবন
গ. মুক্ত জীবন ঘ. উন্নত জীবন

iii. আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা কোন বিষয়টিতে?

ক. আমরা সবাই একই ধর্মের
খ. আমরা বাংলাদেশে জন্মেছি
গ. আমাদের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়
ঘ. আমাদের দেশে আদিবাসী রয়েছে

http://teachingbd.com

iv. 'গৌরব' শব্দের অর্থ কী?

ক. ভালোবাসা খ. শ্রদ্ধা

গ. পরিশ্রম ঘ. অহংকার

v. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন কোন এলাকায় বসবাস করে?

ক. সমতল ভূমিতে

খ. নদী তীরবর্তী এলাকায়

গ. পার্বত্য জেলাগুলোতে

ঘ. সমুদ্রের পাড়ে

২ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো। ১+২+২=৫

ক. বাংলাদেশের দুটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম লেখো।

খ. বাংলাদেশের বাইরেও বাঙালি আছে, এমন একটি জায়গার নাম লেখো।

গ. বাংলাদেশের ধর্মীয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে দুটো বাক্যে লেখো।

৩ নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখো: ১×৫=৫

জনম, প্রকৃতি, বৈচিত্র্য, ক্ষুদ্র, গৌরব।

৪ প্রদত্ত কবিতাংশের মূলভাব লেখো। ৫

প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো:

আমাদের একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী বা বৃক্ষলতাই অপ্রয়োজনীয় নয়। এগুলো সবই প্রকৃতির অংশ। এগুলোকে ধ্বংস করলে তার পরিণতি ভালো হয় না। কোনো কোনো জীবজন্তু আছে যাদের স্বভাব ও আচরণ খারাপ হলেও এরা আমাদের অনেক উপকার করে, যেমন— কাক। কাককে তুচ্ছ মনে করা হলেও এটি পরিবেশের অনেক উপকার করে। শকুনের মতোই নানা রকম ক্ষতিকর আবর্জনা এদের খাদ্য। আবার কিছু কিছু হিংস্র প্রাণী আছে যাদের আমরা অপ্রয়োজনীয় ভাবি। কিন্তু এ ধরনের প্রাণীও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এদের শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ অনেক অসাধু মানুষ বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী শিকার করে। মাংস, চামড়া, হাড় ইত্যাদির লোভে জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসব শিকারিরা প্রকৃতির শত্রু। সারাবিশ্বেই এসব শিকারির জন্য কঠোর আইন করা হয়েছে। আমরাও এদের ব্যাপারে সচেতন থাকব। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য।

http://teachingbd.com

৫ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখো: ১×৫=৫

i. অনুচ্ছেদটিতে প্রাধান্য পেয়েছে—

ক. প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা
খ. বৃক্ষলতার কথা
গ. প্রাণীর খারাপ স্বভাব
ঘ. কাকের স্বভাব

ii. কাক ও শকুন আবর্জনা খেয়ে ফেললে—

ক. তাদের অসুখ হয়
খ. পরিবেশ নোংরা হয়
গ. মানুষের ক্ষতি হয়
ঘ. পরিবেশ সুন্দর থাকে

iii. জলিল গোপনে বাঘ শিকার করে। তোমার দৃষ্টিতে জলিল একজন—

ক. দক্ষ শিকারি
খ. সাধারণ মানুষ
গ. অসাধু শিকারি
ঘ. ভালো মানুষ

iv. সারাবিশ্বে শিকারির জন্য কঠোর আইন করার কারণ কী?

ক. প্রকৃতিকে রক্ষা করা
খ. বাঘ রক্ষা করা
গ. হিংস্র প্রাণীর সংখ্যা বাড়ানো
ঘ. অপ্রয়োজনীয় প্রাণী ধ্বংস করা

v. তুমি বিলুপ্তপ্রায় একটা প্রাণী খুঁজে পেয়েছ। তোমার উচিত—

ক. প্রাণীটি মেরে ফেলা
খ. প্রাণীটা খাঁচায় পোষা
গ. প্রাণীটাকে রক্ষা করা
ঘ. প্রাণীটা থেকে দূরে থাকা

৬ নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি বসিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করো: ১×৫=৫

শব্দ	শব্দার্থ
স্মরণ	মনে রাখা
ধ্বংস	বিনাশ
স্বভাব	আচরণগত বৈশিষ্ট্য
খ্যাতি	সুনাম, নামডাক
নিষিদ্ধ	যা নিষেধ করা হয়েছে
দণ্ডনীয়	শাস্তি পাওয়ার যোগ্য

ক. আমরা প্রকৃতি ——— করব না।
খ. শিকারিদের ——— ভালো নয়।
গ. রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিশ্বজোড়া ——— রয়েছে।
ঘ. বাঘ শিকার ——— অপরাধ।
ঙ. ——— কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

Teachingbd.com

৭ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো: ৫×৩=১৫

ক. শকুন কীভাবে পরিবেশের উপকার করে তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

খ. বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করার কারণ পাঁচটি বাক্যে লেখো।

গ. বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী কেন বাঁচিয়ে রাখা দরকার? পাঁচটি কারণ লেখো।

৮ যুক্তবর্ণ বিভাজন করে শব্দ তৈরি করো এবং বাক্য প্রয়োগ দেখাও:

ক্ত, ন্ধ, স্ব, স্ত, ত্ম ২×৫ = ১০

৯ বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখো: ১×৫ = ৫

এখন অন্য কথায় আসি জলপ্রপাত দেখতে যাব কিন্তু পাহাড় দেখব না একি কখনো সম্ভব সম্ভব নয়

১০ এক কথায় প্রকাশ করো: ১×৫ = ৫

ক. হাতে কলমে শিক্ষা

খ. সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এমন

গ. যিনি বেশি ব্যয় করেন না

ঘ. যা কষ্ট করে জয় করা যায়

ঙ. লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা

১১ নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখো: ১×৫ = ৫

অভিশাপ; ভ্রান্ত; অশান্ত; সরল; পথ।

১২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা/ছড়া (যেকোনো অংশ থেকে ৬-৮ লাইন) পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো: ১০

গাছের গানে মুগ্ধ পাতা
মুগ্ধ স্বর্ণলতা
ছন্দ-সুরে ফুলের সাথে
প্রজাপতির কথা।
ফুল পাখি-নই নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।

ক. কবিতাংশটুকু তোমার পঠিত কোন কবিতার অংশ এবং উক্ত কবিতার কবির নাম কী? ২

খ. কবিতাংশটুকুর ভাবার্থ লেখো। ৫

গ. মায়ের মুখের ভাষাকে মধুর বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

Teachingbd.com

১৩ মনে করো, তোমার নাম নদী/পলাশ। তুমি ঢাকা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী/ছাত্র। তুমি তোমার বিদ্যালয়ের পাঠাগারের সদস্য হতে চাও। সদস্য হওয়ার জন্য একটি আবেদন ফরম পূরণ করো: ৫

উত্তর:

ঢাকা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যাল

পাঠাগার সদস্য ফরম

ছবি

শিক্ষার্থীর নাম :

মাতার নাম :

পিতার নাম :

শ্রেণি :

ক্রমিক নং :

১৪ মনে করো, তোমার নাম রবিন। তোমার বন্ধুর নাম সুবর্ণ। সে এখন ইতালির রোম শহরে বসবাস করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব বরণীয় মানুষ আত্মদান করেছেন তাঁদের কথা লিখে তোমার প্রবাসী বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। ৫

অথবা, মনে করো, তোমার নাম আসিয়া/আসিফ। তোমার বিদ্যালয়ের নাম রহমতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তোমার অসুস্থতার জন্য তিন দিনের ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখো।

Teachingbd.com

১৫ প্রদত্ত সংকেত অনুসারে ২০০ শব্দের মধ্যে যেকোনো একটি বিষয়ে রচনা লেখো। ১০

ক. বাংলাদেশের ঋতুচক্র [সূচনা, ঋতুর বৈচিত্র্য, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল, হেমন্তকাল, শীতকাল, বসন্তকাল, উপসংহার]

খ. শীতের সকাল [সূচনা, শীতের সকালের প্রকৃতি, শীতের সকালে গ্রামগঞ্জ, শীতের সকালে শহর, শীতের পিঠা-পায়েস, উপসংহার]

গ. বাংলাদেশের প্রাণিজগৎ [ভূমিকা, বাংলাদেশের প্রাণিজগৎ, প্রাণিজগতের ধরণ, উপসংহার]

ঘ. পাট [সূচনা, আকৃতি, উৎপত্তি স্থান, প্রকারভেদ, চাষ প্রণালী, প্রয়োজনীয়তা, উপসংহার]

মডেল প্রশ্নপত্র ১ এর উত্তরমালা

১ i. ক. জাতিগত বৈচিত্র্য; ii. ক. ধন্য জীবন; iii. খ. আমরা বাংলাদেশে জন্মেছি; iv. ঘ. অহংকার; v. গ. পার্বত্য জেলাগুলোতে।

২ ক. বাংলাদেশের দুটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হচ্ছে— চাকমা ও মারমা।

খ. বাংলাদেশের বাইরেও বাঙালি আছে, এমন একটি জায়গা হলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।

গ. বাংলাদেশে বাস করে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি নানা ধর্মের লোক। প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে আলাদা আলাদা উৎসব।

৩

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
জনম	জন্ম
প্রকৃতি	নিসর্গ
বৈচিত্র্য	বিচিত্রতা
ক্ষুদ্র	ছোট
গৌরব	গর্ব

৪ জাতি, ধর্ম, ভাষার দিক থেকে বৈচিত্র্যময় দেশ বাংলাদেশ। এখানে বাঙালি ছাড়াও বাস করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ। রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ নানা ধর্মের লোকজন। এমন বৈচিত্র্যের দেশ পৃথিবীতে বিরল। এদেশে জন্ম নিয়ে আমাদের জীবন সার্থক।

৫ i. ক. প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা; ii. ঘ. পরিবেশ সুন্দর থাকে; iii. গ. অসাধু শিকারি; iv. ক. প্রকৃতিকে রক্ষা করা; v. গ. প্রাণীটাকে রক্ষা করা।

৬ ক. ধ্বংস, খ. স্বভাব, গ. খ্যাতি, ঘ. দণ্ডনীয়, ঙ. নিষিদ্ধ।

৭ ক. ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে শকুন পরিবেশের উপকার করে। মানুষের পক্ষে যা কিছু ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা খেয়ে শকুন আমাদের চারপাশ বসবাসের উপযোগী রাখে। মূলত এসব আবর্জনায় জন্ম নেয় নানা প্রকারের রোগ জীবাণু। এগুলো পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার আগেই শকুন খেয়ে ফেলে এবং পরিবেশ সুরক্ষিত রাখে।

Teachingbd.com

খ. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিবেশে যত প্রকার প্রাণী রয়েছে, সব প্রকারের প্রাণীই পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের যে কোনো প্রকার বিপর্যয় রক্ষার পেছনে প্রাণীকুলের অবদান রয়েছে। যদি কোনো প্রজাতির প্রাণী পরিবেশ থেকে হারিয়ে যায়, তবে প্রকৃতি বিপর্যস্ত হবে। এজন্যই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ. ১. সকল প্রাণীই প্রকৃতির অংশ।
২. সকল প্রাণীই কোনো না কোনোভাবে প্রয়োজনীয়।
৩. প্রাণী বিলুপ্তির মাধ্যমে পরিবেশ ভারসাম্য হারায়।
৪. প্রাণী বিলুপ্তির ফলে প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট হয়।
৫. প্রাণী বিলুপ্ত হলে জীববৈচিত্র্য কমে যায়।

৮ ক্ত = ক্ + ত — আমাদের বিরক্ত করো না।
দ্ধ = দ্ + ধ — বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো।
স্ব = স্ + ব — কোকিলের স্বর মিষ্টি।
স্ত = স্ + ত — সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়।
ত্ম = ত্ + ম — ছেলেটি আমার আত্মীয়।

[illegible] এবার অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে যাব, কিন্তু পাহাড় দেখব না– একি কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়।

[illegible] ক. হাতে খড়ি; খ. সংখ্যাধিক্য; গ. মিতব্যয়ী; ঘ. দুর্জয়; ঙ. লীন।

[illegible] আলো; মা; বন্ধু; উন্নতি; হাসি।

[illegible] ক. কবিতাংশটুকু আমার পঠিত 'ফেব্রুয়ারি গান' কবিতার অংশ এবং উক্ত কবিতার কবির নাম লুৎফর রহমান রিটন।

খ. পাতা, ফুল, পাখি–সবারই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তেমনি আমরাও আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলি। এই ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছে অনেকে। ৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তস্নাত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করেছি বাংলা ভাষা। সে ভাষাকেই লালন করছি আমরা।

গ. মাতৃভাষাতেই আমরা প্রথম কথা বলতে শিখি। মধু যেমন অসাধারণ মিষ্টি স্বাদের তেমনি প্রত্যেক সন্তানের কাছে তার মায়ের মুখের ভাষা সবচেয়ে মিষ্টি শোনায়। তাইতো মায়ের মুখের ভাষাকে মধুর ভাষা বলা হয়েছে।

http://teachingbd.com